রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত

(Raqi Faisal Ahmed Sabit)
এমবিবিএস শিক্ষার্থী, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ
আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার

বিষয়: জ্বীন আশিক (عاشق) এবং সেহের এর ধ্বংসাত্মক রুকইয়াহ গাইডলাইন

১. সূচনা ও রুকইয়ার শুরু

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ.

আমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত শয়তানের কুমন্ত্রণা, ফুঁৎকার ও থুতু থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। আমরা আল্লাহর উপরই ভরসা করেছি। হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন সত্যের সাথে, আর আপনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।

এই অংশটি পাঠ করে রুকইয়াহ শুরু করুন।

اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى كُلِّ عَاشِقٍ خَبِيثٍ، اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى كُلِّ سَاحِرٍ عَاشِقٍ خَبِيثٍ. بِسْمِ اللَّهِ وَبِكَلِمَاتِهِ تُحَلُّ الْعُقَدُ الْكَبِيرَةُ، بِسْمِ اللَّهِ وَبِكَلِمَاتِهِ تَخرُجُ عُيُونُ الْجَانِّ. أُخْرُجْ يَا رَبَّنَا نَظَرَاتِ الشَّيَاطِينِ. بِسْمِ اللَّهِ تَخْرُجُ نَظَرَاتُ الشَّيَاطِينِ، تَخرُجُ عُيُونُهُمْ. بِسْمِ اللَّهِ تَخْرُجُ عُيُونُ السَّحَرَةِ. الْعُيُونُ الْكَبِيرَةُ تَخْرُجُ بِسْمِ اللَّهِ. أُخْرُجْ يَا رَبَّنَا عُيُونُ السَّحَرَةِ.

দুষ্ট আশিক জিনের বিরুদ্ধে আল্লাহ মহান, দুষ্ট জাদুকর আশিক জিনের বিরুদ্ধে আল্লাহ মহান। আল্লাহর নামে এবং তাঁর কালিমার মাধ্যমে বড় বড় গিটগুলো খুলে দেওয়া হোক। আল্লাহর নামে জিনের কুদৃষ্টিগুলো বেরিয়ে আসুক। হে আমাদের রব! শয়তানের দৃষ্টিগুলো বের করে দিন। আল্লাহর নামে শয়তানের দৃষ্টি এবং জাদুকরদের চোখগুলো বেরিয়ে আসুক। আল্লাহর নামে বড় বড় কুদৃষ্টিগুলো বেরিয়ে আসুক।

লাল চিহ্নিত অংশগুলো একাধিকবার পাঠ করুন।

৩. জিন আশিক (عاشق) এর বিরুদ্ধে রুকইয়াহ

أُخْرُجْ عُيُونُ الشَّيَاطِينِ، بِسْمِ اللَّهِ تَخْرُجُ عَيْنُ الْعَاشِقِ

الخَبِيثِ. اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى كُلِّ عَاشِقٍ خَبِيثٍ. اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى كُلِّ

خَادِمِ سِحْرٍ عَاشِقٍ. مُتَمَسِّكٌ بِالْجَسَدِ عَنِيدٌ. خَادِمُ سِحْرٍ

خَبِيثٌ. عَاشِقٌ خَبِيثٌ، فَرَّقَ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ، فَرَّقَ بَيْنَ الْأُسْرَةِ،

فَرَّقَ بَيْنَ الْأُمِّ وَأَوْلَادِهَا، عَاشِقٌ عَنِيدٌ، دَمِّرْهُ يَا رَبِّ تَدْمِيرًا.

শয়তানের চোখগুলো বেরিয়ে আসুক, আল্লাহর নামে খবিস আশিক জিনের চোখ বেরিয়ে আসুক। প্রত্যেক দুষ্ট আশিক এবং জাদুর খাদেম আশিকের বিরুদ্ধে আল্লাহ মহান। সে শরীরের সাথে লেপ্টে আছে, সে অবাধ্য খবিস আশিক, যে পরিবার, স্বামী-স্ত্রী এবং মা ও সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। হে আমাদের রব! তাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিন।

লাল চিহ্নিত শব্দগুলো একাধিকবার পাঠ করুন।

৪. শয়তানকে আল্লাহর নির্দেশের প্রতি বাধ্য করার দোয়া

حَرَّجْتُ بِاللَّهِ عَلَى الْجَانِّ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لِلَّهِ.

আমি আল্লাহর নামে জিনদের সতর্ক করছি, তোমরা শোনো এবং আল্লাহর আনুগত্য করো।

এই বাক্যটি বারবার পাঠ করুন।

৫. শরীর থেকে বের করার আয়াত

يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ.

যেদিন তারা সত্য সত্যই এক মহান আওয়াজ শুনতে পাবে; সেটাই বের হওয়ার দিন। (সূরা কফ: ৪২)

এই আয়াতটি একাধিকবার পাঠ করুন।

اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى كُلِّ عَاشِقٍ خَبِيثٍ سَكَنَ، سَكَنَ الْبُطُونَ، سَكَنَ الْأَرْحَامَ وَالْبُطُونَ، دَمِّرْهُ يَا رَبِّ، دَمِّرْ عُقَدَهُ، دَمِّرْهُ يَا رَبِّ تَدْمِيرًا. حَرَّجْتُ بِاللَّهِ عَلَى الْجَانِّ، اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لِلَّهِ. حَرَّجْتُ بِاللَّهِ عَلَى مَنْ سَكَنَ الْجَسَدَ، حَرَّجْتُ بِاللَّهِ عَلَى مَنِ اعْتَدَى عَلَى الْجَسَدِ.

সেই খবিস আশিকের বিরুদ্ধে আল্লাহ মহান, যে পেট ও জরায়ুতে অবস্থান নিয়েছে। হে আমাদের রব! তাকে ধ্বংস করুন, তার গিটগুলো ধ্বংস করুন। আমি আল্লাহর নামে জিনদের সতর্ক করছি, শোনো এবং আল্লাহর আনুগত্য করো। আমি আল্লাহর নামে তাকে সতর্ক করছি যে শরীরে অবস্থান নিয়েছে এবং শরীরের উপর জুলুম করেছে।

নিম্নোক্ত দোয়াটি মনোযোগের সাথে পাঠ করুন।

৭. জাদুকর ও জাদুকর জিনের বিরুদ্ধে তাকবির

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى كُلِّ سَاحِرٍ. اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى كُلِّ سَاحِرٍ. اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى كُلِّ شَيْطَانٍ. اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى كُلِّ عَاشِقٍ خَبِيثٍ سَكَنَ الرَّحِمَ وَالْبَطْنَ. دَمِّرْ عُقَدَهُ. اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى كُلِّ عَاشِقٍ مُعْتَدٍ عَنِيدٍ. سَاحِرٌ عَاشِقٌ خَبِيثٌ، لَمْ يَسْمَعْ وَيُطِعْ لِلَّهِ. يُحْرَقُ يُحْرَقُ كُلُّ سَاحِرٍ عَاشِقٍ خَبِيثٍ. دَمِّرْهُ يَا رَبِّ تَدْمِيرًا.

আল্লাহর নামে এবং প্রত্যেক জাদুকরের বিরুদ্ধে আল্লাহ মহান। পেট ও জরায়ুতে থাকা প্রত্যেক খবিস আশিকের বিরুদ্ধে আল্লাহ মহান। তার গিটগুলো ধ্বংস হোক। প্রত্যেক অবাধ্য জাদুকর আশিকের বিরুদ্ধে আল্লাহ মহান, যে আল্লাহর আনুগত্য করেনি। প্রত্যেক খবিস জাদুকর আশিক জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাক। হে আমাদের রব! তাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিন।

লাল চিহ্নিত অংশগুলো বারবার পাঠ করুন।

৮. জাদুর গিট ও পায়ের গিট ধ্বংসের দোয়া

دَمِّرْ بِقُوَّتِكَ عُقَدَ الْعَاشِقِ كُلَّهَا. الْعُقَدُ الْكَبِيرَةُ تُدَمَّرُ بِسْمِ اللَّهِ.

اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى عُقَدٍ فِي الْأَقْدَامِ، فِي الْفَخِذَيْنِ. عُقَدُ الْعَاشِقِ

الْكَبِيرِ فِي الْأَقْدَامِ تُفَكُّ بِسْمِ اللَّهِ. بِسْمِ اللَّهِ خُرُوجٌ، خُرُوجٌ

مِنَ الْأَقْدَامِ.

আপনার শক্তিতে আশিকের সমস্ত গিট ধ্বংস করে দিন। বড় বড় গিটগুলো আল্লাহর নামে ধ্বংস হোক। পা ও উরুতে থাকা গিটগুলোর বিরুদ্ধে আল্লাহ মহান। পায়ের পাতায় থাকা আশিকের বড় গিটগুলো আল্লাহর নামে খুলে যাক। আল্লাহর নামে পায়ের পাতা থেকে সমস্ত জাদু ও জিন বের হয়ে যাক।

এই দোয়াটি একাধিকবার পাঠ করুন।

৯. পায়ের আঙুলের গিট খোলার দোয়া

بِسْمِ اللَّهِ تُحَلُّ عُقَدُ الْعِشْقِ الْكَبِيرَةُ فِي الْأَقْدَامِ. افْتَحْ يَا رَبَّنَا مَا أَغْلَقَهُ الشَّيَاطِينُ. بِسْمِ اللَّهِ تُفْتَحُ الْأَقْفَالُ، تُفْتَحُ الْأَقْفَالُ الْكَبِيرَةُ عَلَى الْأَصَابِعِ، يُفْتَحُ بِسْمِ اللَّهِ. كُلُّ الْأَقْفَالِ عَلَى الْأَصَابِعِ تُفْتَحُ بِسْمِ اللَّهِ. تَمْنَعُ خُرُوجَ السِّحْرِ، تَمْنَعُ خُرُوجَ الشَّيْطَانِ، تُفْتَحُ بكلمات اللَّهِ.

পায়ের পাতার আশিকের বড় গিটগুলো আল্লাহর নামে খোলা হোক। হে আমাদের রব! শয়তান যা বন্ধ করেছে তা খুলে দিন। আল্লাহর নামে আঙুলের ওপর থাকা বড় তালাগুলো খুলে দেওয়া হোক। যেসব তালা জাদু ও শয়তান বের হতে বাধা দিচ্ছে, তা আল্লাহর কালিমার সাহায্যে খুলে দেওয়া হোক।

নিম্নোক্ত বাক্যগুলো বারবার পাঠ করুন।

১০. জাদু ও জিনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার দোয়া

اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى الْأَقْفَالِ الْكَبِيرَةِ. حَرَّجْتُ بِاللَّهِ عَلَى الْجَانِّ،

يَسْمَعُ لِلَّهِ. بِسْمِ اللَّهِ يُفَكُّ كُلُّ اقْتِرَانٍ وَارْتِبَاطٍ. يُفَكُّ كُلُّ

اقْتِرَانٍ. بِسْمِ اللَّهِ يُفَكُّ.

বড় বড় তালাগুলোর বিরুদ্ধে আল্লাহ মহান। আমি আল্লাহর নামে জিনদের সতর্ক করছি, তারা যেন আল্লাহর কথা শোনে। আল্লাহর নামে সমস্ত সংযোগ এবং বন্ধন মুক্ত করা হোক।

এই দোয়াটি একাধিকবার পাঠ করুন।

১১. জিন ও শয়তানের প্রতি হুঁশিয়ারি

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ. فَبِأَيِّ

آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا

تَنتَصِرَانِ.

হে জিন ও মানুষের দল! আকাশ ও পৃথিবীর সীমানা পার হয়ে যদি তোমরা বের হয়ে যেতে পারো, তবে বের হয়ে যাও। তোমরা কোনো শক্তি ছাড়া বের হতে পারবে না। অতএব, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে? তোমাদের প্রতি পাঠানো হবে অগ্নিশিখা ও ধুম্রকুণ্ডলী, তখন তোমরা একে অপরকে সাহায্য করতে পারবে না। (সূরা আর-রহমান: ৩৩-৩৫)

এই আয়াতগুলো একাধিকবার পাঠ করুন।

১২. জাদুর শিকল ধ্বংসের দোয়া

سَلَاسِلُ السِّحْرِ الْمَرْبُوطَةُ بِأَهْلِهِ، الْمَرْبُوطَةُ بِبَيْتِهِمْ. سَلَاسِلُ السِّحْرِ الْكَبِيرَةُ الْمَرْبُوطَةُ بِهِمْ تُقْطَعُ بِسْمِ اللَّهِ. سَلَاسِلُ السِّحْرِ الْكَبِيرَةُ، تُقْطَعُ بِسْمِ اللَّهِ.

পরিবার ও ঘরের সাথে যুক্ত জাদুর শিকলগুলো আল্লাহর নামে কাটা হোক। তাদের সাথে যুক্ত জাদুর বড় শিকলগুলো আল্লাহর নামে কেটে দেওয়া হোক।

লাল চিহ্নিত অংশগুলো বারবার পাঠ করুন।

১৩. অবাধ্য জিনের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা

حَسْبُنَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْطَانٍ خَبِيثٍ لَمْ يَسْمَعْ وَيُطِعْ لِلَّهِ.

حَسْبُنَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ عَاشِقٍ خَبِيثٍ. عَلَى السِّحْرِ وَخُدَّامِهِ،

عَلَى كُلِّ شَيْطَانٍ تَسَلَّطَ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ، الصَّلَاةِ

وَالْعِبَادَةِ، سَبَبِ التَّعَبِ وَالْمَرَضِ. عَاشِقٌ خَبِيثٌ، سَاحِرٌ عَاشِقٌ

خَبِيثٌ.

প্রত্যেক অবাধ্য খবিস শয়তানের জন্য আমাদের আল্লাহই যথেষ্ট, যে আল্লাহর আনুগত্য করেনি। প্রত্যেক খবিস আশিক, জাদু ও তার খাদেম এবং ইবাদত ও নামাজে বাধাদানকারী শয়তানের বিরুদ্ধে আল্লাহই যথেষ্ট। সে কষ্ট ও অসুস্থতার কারণ, সে খবিস জাদুকর আশিক।

এই বাক্যগুলো একাধিকবার পাঠ করুন।

১৪. জরায়ুর জাদুর গিট ধ্বংসের দোয়া

دَمِّرْ يَا رَبَّنَا أَسْحَارًا كَبِيرَةً، عُقَدًا كَبِيرَةً فِي الرَّحِمِ، مَعْقُودَةً

عَلَى الشَّعْرِ وَالْإِبَرِ. عُقَدٌ كَبِيرَةٌ فِي الْأَرْحَامِ وَالْبَطْنِ، مَعْقُودَةً

عَلَى الشَّعْرِ وَالْإِبَرِ. اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى الْعُقَدِ الْكَبِيرَةِ. بِسْمِ اللَّهِ

تُحَلُّ كُلُّ الْعُقَدِ.

হে আমাদের রব! জরায়ুতে চুল ও সুঁচের ওপর করা বড় জাদুর গিটগুলো ধ্বংস করে দিন। জরায়ু ও পেটে থাকা চুল ও সুঁচের বড় গিটগুলোর বিরুদ্ধে আল্লাহ মহান। আল্লাহর নামে সমস্ত গিট খুলে যাক।

এই দোয়াটি একাধিকবার পাঠ করুন।

اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى عُقَدِ الْعِشْقِ. شَيْطَانٌ خَبِيثٌ، يُجَدِّدُ الْأَسْحَارَ.

دَمِّرْ يَا رَبَّنَا الْأَسْحَارَ تَدْمِيرًا. اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى الْعُيُونِ الَّتِي

غَذَّتِ الشَّيَاطِينَ، عَلَى الْعُيُونِ الَّتِي قَوَّتِ الْأَسْحَارَ. أُخْرُجْهَا

يَا رَبَّنَا كُلَّهَا بِسْمِ اللَّهِ. تَخْرُجُ الْعَيْنُ وَالنَّظْرَةُ، بِسْمِ اللَّهِ.

আশিকের গিটগুলোর বিরুদ্ধে আল্লাহ মহান। খবিস শয়তান যে জাদুকে নবায়ন করে, হে আমাদের রব! তাদের সমস্ত জাদু ধ্বংস করে দিন। যেসব চোখ শয়তানকে পুষ্টি জুগিয়েছে এবং জাদুকে শক্তিশালী করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ মহান। হে আমাদের রব! আল্লাহর নামে এই সমস্ত কুদৃষ্টিগুলো বের করে দিন।

লাল চিহ্নিত শব্দগুলো একাধিকবার পাঠ করুন।

عُقَدُ التَّفْرِيقِ. حَسْبُنَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْطَانٍ فَرَّقَ الْأُسْرَةَ، فَرَّقَ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ. فَرَّقَ بَيْنَ الْأُسْرَةِ. بِسْمِ اللَّهِ تُحَلُّ عُقَدُ التَّفْرِيقِ. اِجْمَعْ يَا رَبَّنَا مَا فَرَّقَهُ الشَّيَاطِينُ. اِجْمَعْ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

বিচ্ছেদের গিট! স্বামী-স্ত্রী ও পরিবারকে বিচ্ছিন্নকারী শয়তানের বিরুদ্ধে আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহর নামে বিচ্ছেদের গিটগুলো খুলে দেওয়া হোক। হে আমাদের রব! শয়তান যা বিচ্ছিন্ন করেছে তা আপনি একত্র করে দিন। হে মহিমাময় ও মহানুভব! আপনি একত্র করে দিন।

এই দোয়াটি একাধিকবার পাঠ করুন।

১৭. কাজে ও জীবনে বাধাদানকারী জাদুর রুকইয়াহ (তাতিল)

بِسْمِ اللَّهِ تُحَلُّ الْعُقَدُ. عُقَدٌ كَبِيرَةٌ عَقَدُوهَا لِتَعْطِيلِ الْحَالِ، لِوَقْفِ الْحَالِ. شَيْطَانٌ خَبِيثٌ، عَطَّلَ الْحَالِ. عَطَّلَ أَحْوَالَ الْأُسْرَةِ. عَطَّلَ الْعَمَلَ. تَسَلَّطَ عَلَى الْأَوْلَادِ وَدِرَاسَتِهِمْ وَتَعْلِيمِهِمْ وَزَوَاجِهِمْ.

আল্লাহর নামে গিটগুলো খুলে যাক। যেসব বড় গিট তারা কাজ ও অবস্থার অগ্রগতি বন্ধ করার জন্য দিয়েছে। খবিস শয়তান যে পরিবারের কাজ ও অবস্থা বন্ধ করেছে, যে পড়াশোনা, শিক্ষা ও বিয়েতে বাধা দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে আল্লাহ মহান।

এই বাক্যগুলো একাধিকবার পাঠ করুন।

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ

مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن

كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ.

আর তারা বিজয় প্রার্থনা করল, এবং প্রত্যেক অবাধ্য স্বৈরাচারী ব্যর্থ হলো। তার পেছনে রয়েছে জাহান্নাম, এবং তাকে পুঁজ-রক্ত মিশ্রিত পানি পান করানো হবে। সে তা অতি কষ্টে গিলবে এবং তা সহজে গলাধঃকরণ করতে পারবে না। সব দিক থেকে তার কাছে মৃত্যুযন্ত্রণা আসবে, কিন্তু সে মরবে না। আর তার পেছনে রয়েছে এক কঠোর আযাব। (সূরা ইবরাহিম: ১৫-১৭)

এই আয়াতগুলো একাধিকবার পাঠ করুন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. وَقَالَ

الْإِنسَانُ مَا لَهَا. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا.

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ

ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে। এবং পৃথিবী তার ভেতরের বোঝা বের করে দেবে। এবং মানুষ বলবে, "এর কী হলো?" সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। কারণ আপনার রব তাকে ওহী করবেন। সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা দেখবে। আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকাজ করলে সেও তা দেখবে। (সূরা যিলযাল: ১-৮)

এই সূরাটি পাঠ করুন।

২০. শয়তানের লুকানোর স্থান এবং গিট ধ্বংসের দোয়া

دَمِّرْ يَا رَبَّنَا كُلَّ كَهْفٍ وَحِصْنٍ وَمَخْبَأٍ. وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. دَمِّرْ مَخَابِئَهُمْ وَحُصُونَهُمْ. كُلَّ رَبْطٍ بِسْمِ اللَّهِ. يُفَكُّ كُلُّ ارْتِبَاطٍ وَاقْتِرَانٍ. بِسْمِ اللَّهِ يَبْطُلُ كُلُّ سِحْرٍ. بِسْمِ اللَّهِ يَخْرُجُ كُلُّ أَذًى. اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ لِلتَّعْطِيلِ. يَسِّرْ يَا رَبَّنَا مَا عَطَّلَهُ الشَّيَاطِينُ.

হে আমাদের রব! তাদের প্রত্যেকটি গুহা, দুর্গ ও আস্তানা ধ্বংস করে দিন। 'আর এভাবেই আমি মানুষকে তাদের বিষয়ে জানিয়ে দিলাম, যাতে তারা জানতে পারে যে আল্লাহর ওয়াদা সত্য।' (সূরা কাহাফ: ২১)। তাদের গোপন আস্তানা ও দুর্গগুলো ধ্বংস করে দিন। আল্লাহর নামে সমস্ত সংযোগ এবং বন্ধন মুক্ত করা হোক। আল্লাহর নামে সমস্ত জাদু বাতিল হয়ে যাক এবং সমস্ত ক্ষতিকর জিনিস বেরিয়ে যাক। হে আমাদের রব! শয়তান যা আটকে রেখেছিল তা সহজ করে দিন।

নিম্নোক্ত বাক্যগুলো বারবার পাঠ করুন।

২১. শিকল পরা অবস্থায় টেনে হিঁচড়ে বের করার আয়াত

إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ.

بِسْمِ اللَّهِ خُرُوجٌ. خُرُوجٌ مِنَ الْفَمِ، مِنَ الرَّحِمِ، مِنَ الْأَطْرَافِ،

مِنَ الْأَيْدِي وَالْأَقْدَامِ، مِنَ الْأَصَابِعِ.

যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকবে, তাদেরকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (সূরা গাফির: ৭১)। আল্লাহর নামে তাদের বের করা হোক। মুখ দিয়ে, জরায়ু দিয়ে, হাত-পায়ের প্রান্ত দিয়ে এবং আঙুল দিয়ে তাদের বের করা হোক।

এই আয়াতটি একাধিকবার পাঠ করুন।

قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ.

طَهِّرْ صُدُورَهُمْ وَبُطُونَهُمْ وَأَرْحَامَهُمْ. طَهِّرْ يَا رَبَّنَا الصُّدُورَ تَطْهِيرًا.

اللَّهُمَّ أَبْطِلْ سِحْرًا وَحُلَّ عُقْدَةً وَفُكَّ رَبْطًا وَأَخْرِجْ عُيُونًا وَمَسًّا وَحَسَدًا بِحَوْلِكَ وَقُدْرَتِكَ يَا عَزِيزُ يَا قَدِيرُ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

অতঃপর জাদুকরেরা যখন আসল, তখন মূসা তাদের বলল, 'তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা নিক্ষেপ করো।' (সূরা ইউনুস: ৮০)। হে আমাদের রব! তাদের বুক, পেট ও জরায়ু সম্পূর্ণ পবিত্র করে দিন। হে আল্লাহ! আপনার শক্তিতে জাদু বাতিল করুন, গিটগুলো খুলে দিন, বাঁধনগুলো মুক্ত করুন এবং কুদৃষ্টি, জিন ও বদনজর বের করে দিন, হে পরাক্রমশালী, হে সর্বশক্তিমান! আপনার রব, যিনি সম্মানের অধিকারী, তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে তিনি পবিত্র। আর রাসূলদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। এবং সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্য।

সমাপ্তিতে এই দোয়াগুলো পাঠ করুন।

📌 সেলফ রুকইয়াহ গাইডলাইন

আপনি যে সমস্যাগুলো থেকে বের হতে চান অথবা যে রোগ থেকে সুস্থতা লাভ করতে চান সেই সমস্যা ও রোগ গুলোকে ১, ২, ৩, এভাবে নাম্বার দিয়ে সিরিয়াল অনুযায়ী প্রথমে নোট ডাউন করে নিবেন। পরবর্তীতে এক নম্বরে যে সমস্যা বা রোগটি থাকবে সেটার জন্য একদিন ৩০ মিনিট আপনি নিজেই রুকইয়াহ করবেন, দ্বিতীয় নম্বরে যে সমস্যা বা রোগটি থাকবে সেটার জন্য দ্বিতীয় দিন ৩০ মিনিট রুকইয়াহ করবেন। তৃতীয় দিন তৃতীয় সমস্যা বা রোগটির জন্য, চতুর্থ দিন চতুর্থ সমস্যা বা রোগের জন্য। এভাবে সিরিয়াল অনুযায়ী...

নিজেই নিজের রুকইয়াহ করার নিয়ম

"হে আল্লাহ আমার [জ্বীন আশিক (عاشق) এবং সেহের (জাদু) এর] সাথে সম্পৃক্ত সকল বদনজর, হাসাদ, সেহের, জ্বীন, শরীরের ভিতরে ও বাইরে থাকা শয়তান জ্বীন ও তাদের সকল প্রভাবকে আপনি ধ্বংস করে দিন"

উপরের এই বাংলা দোয়াটি ১৫ মিনিট পাঠ করবেন। আর বাকি ১৫ মিনিট সূরা ফাতিহা, ফালাক এবং নাস এবং উল্লেখিত আয়াত গুলো পাঠ করবেন।

এভাবে বাংলা ১৫ মিনিট দোয়া এবং ১৫ মিনিট কুরআনের আয়াত পাঠ করে মোট ৩০ মিনিট রুকইয়াহ শেষ করার পর পানি, মধু, গোলাপজল, অলিভ অয়েল, বড়ই পাতা, এগুলোতে হালকা থুতু দিয়ে মিশিয়ে ফুঁ দিবেন। (শুরু করে দিন, অন্তত পানি দিয়ে হলেও, তারপর আস্তে আস্তে সংগ্রহ করুন)

এরপর করার ফলে আপনার নিজের রুকইয়াহও হলো আবার সাথে সাথে আপনার পড়া পানি, পড়া মধু, পড়া তেল ইত্যাদি সব সাপ্লিমেন্ট ব্যবহারের জন্য তৈরি হয়ে গেল।

সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করার নিয়ম

আপনি রুকইয়াহ করে যে পড়া পানি তৈরি করেছেন সেখান থেকে আধা লিটার পড়া পানি নিয়ে তাতে পরিমাণ মতো এবং স্বাদ মতো লেবুর রস, মধু, সিদর পাতা মিশিয়ে শরবত বানিয়ে পুরোটা খেয়ে আপনার জন্য সাপোর্টিভ রুকইয়াহ অ্যাক্টিভ করবেন।

সাজেস্টেড অডিও: জ্বীন আশিক (عاشق), জাদুর গিট (عقد السحر) এবং সেহের নষ্ট করার রুকইয়াহ অডিও।

রুকইয়াহ গোসল করবেন সপ্তাহে ১ দিন

গোসলের নিয়ম: এক বালতি গোসলের পানি নিন। তাতে ১ লিটার পড়া পানি, ১০-১৫ চামচ গোলাপজল এবং ১ থেকে ৩ চামচ অলিভ অয়েল এবং সাতটি বড়ই পাতা বেটে পেস্ট করে পানিতে মিশিয়ে ফেলুন। (বড়ই পাতা না পেলে গোলাপ পাতা)

এরপর এই ১ বালতি পানি থেকে আরেক বালতি পানি আপনার মাথার উপর থেকে আস্তে আস্তে ঢালবেন এবং পুরো শরীর ম্যাসাজ করবেন। পরবর্তীতে নরমাল ফ্রেশ পানি দিয়ে গোসল করে শরীর পরিষ্কার করে নিবেন।

পড়া অলিভ অয়েল ব্যবহার করবেন

গোসলের পর এবং রাতে ঘুমানোর আগে পুরো শরীরে পড়া অলিভ অয়েল মেখে নিবেন। বিশেষ করে আপনার শরীরের যে সকল জায়গায় ব্যথা করে, জ্বালাপোড়া করে এবং ফুসকুড়ি সেসব স্থানে ঐ পড়া অলিভ অয়েল দিয়ে ম্যাসাজ করবেন।

পড়া পানি দিয়ে মুখ ধোবেন / স্প্রে করবেন

যখন আপনার বাসায় স্প্রে করবেন, তখন ঐ পানি দিয়ে স্প্রে করা হবে এবং পড়া পানি মিশিয়ে নিয়ে তা দিয়ে বাসার ফ্লোর মুছে নিবেন। একটি স্প্রে বোতলে পড়া পানি এবং সুগন্ধি ছাড়া এমন আতর মিশিয়ে বাসায় স্প্রে করবেন।

আমল

সূরা কফ ৩ বার রাতে, সকালে সূরা ইয়াসিন, সন্ধ্যায় সূরা ওয়াকিয়া। এবং হিসনুল মুসলিম অ্যাপ থেকে সকাল সন্ধ্যার দুআ পড়বেন।

সামর্থ্য অনুযায়ী সুন্নতের নিয়তে সাদাকাহ করবেন

নিয়মিত মাসনুন আমল করার পাশাপাশি নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সুন্নতের নিয়তে সাদাকাহ আদায় করবেন।

"রুকইয়াহ একটি শরয়ী চিকিৎসা পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার বিকল্প নয়।"